মেহেরপুরে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো শারদীয় দুর্গোৎসব

সিঁদুর খেলা, ঢাক-ঢোলের বাদ্য আর ভক্তদের জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে প্রতিমা বিসর্জনের মাধ্যমে শেষ হয়েছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব। বুধবার (২১ অক্টোবর) বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরের ভৈরব নদে একে একে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। বিদায়ের ক্ষণে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি অনেক ভক্তের চোখে ছিল অশ্রু।

‘দুর্গা মা কি জয়, মহামায়া কি জয়’ এমন জয়ধ্বনি, ঢাক-ঢোল, কাঁসর ও ঘণ্টার বাদ্যে মুখর হয়ে ওঠে ভৈরব নদের দুই পাড়। শহরের বিভিন্ন পূজামণ্ডপ থেকে শোভাযাত্রা নিয়ে প্রতিমা বিসর্জনস্থলে আসেন ভক্তরা। পরে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গাকে বিদায় জানানো হয়।

শহরের শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির, শ্রীশ্রী হরিভক্তি প্রদায়িনী পূজামন্দির, নায়েব বাড়ির রাধামাধব মন্দির, মালোপাড়া, হালদারপাড়া ও বামনপাড়াসহ বিভিন্ন মন্দিরের প্রতিমা ভৈরব নদে বিসর্জন দেওয়া হয়। এ সময় নদীর দুই পাড়ে ভিড় করেন অসংখ্য ভক্ত ও দর্শনার্থী। কেউ ঢাকের তালে নেচে-গেয়ে বিদায় জানান দেবীকে, আবার কেউ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন মায়ের বিদায়বেলায়।

এর আগে সকালে বিভিন্ন পূজামণ্ডপে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, অঞ্জলি, সিঁদুর খেলা ও দর্পণ বিসর্জনের আয়োজন করা হয়। ধান, দুর্বা, মিষ্টি ও আবির দিয়ে দেবীকে বিদায় জানান ভক্তরা। মণ্ডপে মণ্ডপে ঢাকের বাদ্য, শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনিতে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস, দেবী দুর্গা কৈলাসে স্বামীর গৃহে ফিরে গেলেও আগামী শরতে আবারও ফিরে আসবেন ভক্তদের মাঝে। অশুভ শক্তির বিনাশ ও শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় দেবীর বিদায়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয় পাঁচ দিনব্যাপী দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা।

মুজিবনগর প্রতিনিধি জানান, মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলাতেও

প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে শারদীয় দুর্গোৎসব। উপজেলার আটটি পূজামণ্ডপের প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। মহাজনপুর, কোমরপুর, মোনাখালী, দারিয়াপুর-খানপুর, রতনপুর ও বল্লভপুরসহ বিভিন্ন এলাকার পূজামণ্ডপ থেকে প্রতিমা নিয়ে ভক্তরা বিসর্জনস্থলে সমবেত হন।

বিকেল থেকে ঢাক-ঢোলের বাদ্য, উলুধ্বনি ও জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে প্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রা বের করা হয়। কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ রিকশায়, আবার কেউ ট্রাক ও ভ্যানে প্রতিমা নিয়ে বিসর্জনস্থলে যান। পথে পথে দর্শনার্থীরা শোভাযাত্রাকে স্বাগত জানান। বিসর্জনস্থলে প্রতিমা পৌঁছানোর পর ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসরণ করে দেবীকে বিদায় জানানো হয়।

বিসর্জনকে ঘিরে বিভিন্ন স্থানে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের সমাগম ঘটে। আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া বিদায়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয় আবেগঘন পরিবেশে। শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন হওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেন আয়োজকেরা।

প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে এ বছরের শারদীয় দুর্গোৎসবের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে।

ঝিনাইদহে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো দুর্গোৎসব

ঝিনাইদহে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে ছয় দিনব্যাপী শারদীয় দুর্গোৎসব। বুধবার (২১ অক্টোবর) বিকেল ৪টা থেকে নবগঙ্গা নিরঞ্জন ঘাটে শুরু হয় প্রতিমা বিসর্জন। নেচে-গেয়ে ও নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গাকে বিদায় জানান ভক্তরা।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস অনুযায়ী, দেবী দুর্গা কৈলাসে স্বামীর ঘরে ফিরে গেলেন। আগামী শরতে আবারও তিনি আসবেন এই ধরণিতে, যা তাঁর বাবার ঘর হিসেবে পরিচিত।

এবার দেবী দুর্গার আগমন ঘটেছিল ঘোড়ায় চড়ে, আর গমন নৌকায়। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন হয়। এর মধ্য দিয়ে এ বছরের মতো শেষ হলো সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা।

পুরাতন হাটখোলা সার্বজনীন দুর্গা মন্দির পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ ঘোষ বলেন, প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে ঝিনাইদহে শারদীয় দুর্গোৎসবের সমাপ্তি হয়েছে। বিসর্জনের সময় শৃঙ্খলা রক্ষায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবকেরাও তৎপর ছিলেন।

আজ বিজয়া দশমী, প্রতিমা বিসর্জনে শেষ হচ্ছে দুর্গোৎসব

উৎসবমুখর পরিবেশে মহানবমীর পূজা-অর্চনা শেষে আজ বুধবার (২১ অক্টোবর) বিজয়া দশমী উদযাপন করছেন মেহেরপুরের সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। প্রতিমা বিসর্জন, সিঁদুর খেলা ও নানা ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে শেষ হবে পাঁচ দিনব্যাপী শারদীয় দুর্গোৎসব।

দুর্গাপূজাকে ঘিরে জেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপে ভক্ত-দর্শনার্থীদের উপস্থিতিতে বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ।

গতকাল মঙ্গলবার মহানবমীতে জেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপে দেবীর পূজা, অঞ্জলি প্রদান ও প্রসাদ বিতরণসহ নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। সকাল থেকেই মণ্ডপগুলোতে ভক্তদের আনাগোনা ছিল। পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সঙ্গে প্রতিমা দেখতে আসেন নানা বয়সী মানুষ। আজ বিজয়া দশমীতে দেবী দুর্গাকে বিদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন ভক্তরা। প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এবারের দুর্গোৎসব।

দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে মেহেরপুরের বিভিন্ন মণ্ডপে শিশু- কিশোর, তরুণ-তরুণীসহ নানা বয়সী মানুষের ভিড় দেখা গেছে। প্রতিমা দর্শনের পাশাপাশি অনেকে পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সঙ্গে উৎসবে

অংশ নিচ্ছেন। পূজামণ্ডপগুলোতে ভক্তি, আনন্দ ও সম্প্রীতির পরিবেশ বিরাজ করছে।

পূজা দেখতে আসা সুস্মিতা সাহা বলেন, “প্রতিমা দেখতে এসে খুব ভালো লাগছে। মণ্ডপগুলো সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে পূজার আনন্দ উপভোগ করছি।”

পায়েল বিশ্বাস বলেন, “দুর্গাপূজা আমাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। প্রতিবছরই পূজা দেখতে আসি। সবার মধ্যে আনন্দ-উৎসাহ দেখে খুব ভালো লাগছে।”

অর্পিতা মণ্ডল বলেন, “এবারের পূজার পরিবেশ খুবই সুন্দর। বন্ধুদের সঙ্গে বিভিন্ন মণ্ডপ ঘুরে প্রতিমা দেখছি। কাল বিজয়া দশমী, তাই আনন্দের পাশাপাশি দেবীকে বিদায় জানানোর সময় মনটাও খারাপ হয়ে যাচ্ছে।”

সৌরভ বলেন, “পূজামণ্ডপে পুলিশ ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের দায়িত্ব পালন করতে দেখেছি। নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকায় স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিমা দেখতে পারছি।

দুর্গোৎসব নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণ রাখতে জেলার পূজামণ্ডপগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পুলিশ ও আনসার সদস্যদের পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকার মণ্ডপগুলোতে দায়িত্ব পালন করছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা। মেহেরপুরের বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের তত্ত্বাবধানে মেহেরপুর ও পার্শ্ববর্তী চুয়াডাঙ্গার সীমান্তবর্তী ২৪টি পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় ১২ প্লাটুন বিজিবি সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন।

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার আলী হায়দার চৌধুরী বলেন, “মেহেরপুরের পূজামণ্ডপগুলোয় উৎসবমুখর পরিবেশে দুর্গাপূজা উদযাপন করা হচ্ছে। আমরা বিভিন্ন মণ্ডপ ঘুরে দেখছি এবং কীভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে উৎসবকে আরও আনন্দমুখর করা যায়, সে লক্ষ্যে কাজ করছি।”

এ বছর মেহেরপুরের তিন উপজেলায় মোট ৪৪টি পূজামণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ১৫টি, মুজিবনগর উপজেলায় ৮টি এবং গাংনী উপজেলায় ২১টি মণ্ডপ রয়েছে।

বিজয়া দশমীর আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে আজ শেষ হচ্ছে এবারের শারদীয় দুর্গোৎসব। দেবী দুর্গাকে বিদায় জানাতে মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে প্রস্তুতি। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি উৎসবের এই শেষ দিনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও নিরাপত্তা বজায় রাখার প্রত্যাশা সংশ্লিষ্ট সবার।

মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গার ২৪ পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় ১২ প্লাটুন বিজিবি

শারদীয় দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপন নিশ্চিত করতে চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরের সীমান্তবর্তী ২৪টি পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় ১২ প্লাটুন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েন করা হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) সূত্রে জানা গেছে, গত ১৬ অক্টোবর থেকে আগামী ২২ অক্টোবর পর্যন্ত বিজিবি সদস্যরা নিয়মিত টহল, গোয়েন্দা নজরদারি ও সমন্বিত নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

বিজিবির নিরাপত্তা পরিকল্পনায় ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরের তিন কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত দুটি এবং সীমান্তের আট কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত ২২টি পূজামণ্ডপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিজিবি সদর দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী এ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

বিজিবি জানায়, সনাতন ধর্মাবলম্বীরা যাতে নির্বিঘ্নে ধর্মীয় উৎসব উদযাপন করতে পারেন, সে লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ, অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও পূজা উদযাপন কমিটির সঙ্গে সমন্বয় করে নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। পাশাপাশি গুজব, অপতথ্য ও সাম্প্রদায়িক উসকানি প্রতিরোধ এবং অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি দ্রুত মোকাবিলায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হবে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি)-এর পরিচালক ও অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বাংলাদেশের ঐতিহ্য। দুর্গাপূজার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিজিবি সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি জনসাধারণ ও গণমাধ্যমের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি গুজবে কান না দেওয়া, যাচাই ছাড়া কোনো তথ্য প্রচার না করা এবং সন্দেহজনক ব্যক্তি, বস্তু বা কার্যকলাপ চোখে পড়লে দ্রুত নিকটস্থ বিজিবি ক্যাম্প বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানানোর আহ্বান জানান।

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে উৎসবটি শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় করতে সবার সহযোগিতা কামনা করেছে বিজিবি।

কুষ্টিয়ায় মন্দিরে ঢুকে তিনটি প্রতিমা ভাঙচুরের অভিযোগ

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে গভীর রাতে একটি মন্দিরে ঢুকে অন্তত তিনটি প্রতিমা ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) গভীর রাতে কুমারখালী পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মাঠপাড়া এলাকার খয়েরচড়া সার্বজনীন মাতৃমন্দিরে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা শুক্রবার (৯ অক্টোবর) সকালে মন্দিরে গিয়ে প্রতিমা ভাঙচুরের বিষয়টি দেখতে পেলে পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে কুমারখালী থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে কাজ করছে পুলিশ।

কুমারখালী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জামাল উদ্দিন জানান, রাতের

কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। এ ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত তা শনাক্তের চেষ্টা চলছে। তদন্ত করে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আ’লীগ ভারতে বসে দেশের নির্বাচিত সরকার, বিএনপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে

আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য আওয়ামী লীগ ভারতে বসে ষড়যন্ত্র করছে যাচ্ছে বলে বলেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খাঁন। তিনি বলেন সরকারের কাছে তথ্য রয়েছে, আওয়ামী লীগ নির্বাচিত বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, দুর্গোৎসব চলাকালে যে কেউ যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পায়তারা করে, তাদেরকে কঠোর ভাবে জবাব দিতে হবে। বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের বলব, আপনারা আওয়ামী লীগের ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকুন। সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

বুধবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে ঝিনাইদহ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপনের প্রস্তুতি মূলক সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে তিনি আরও বলেন, বিগত ১৬ বছর স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের আর্শিবাদ নিয়ে ক্ষমতা দখল করে বসেছিল। ভারতের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে আওয়ামী লীগ দেশে ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছিল। বিগত সময়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ওপরে হামলা, তাদের জমিজমা দখল করেছে আওয়ামী লীগ। মন্দিরে হামলার মতো ঘটনা আওয়ামী লীগের আমলেই বেশি হয়েছে। অথচ, তারা এখন আবার ভারতে বসে দেশের নির্বাচিত সরকার, বিএনপির সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে।

রাশেদ খান বলেন, দেশে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সহ সকল ধর্মের মানুষ, সকল সম্প্রদায়ের মানুষ শান্তিতে মিলেমিশে বসবাস করছে। এই সম্প্রীতি বজায় রাখতে আসন্ন দুর্গা পূজার সময় বিএনপি সহ

সকল রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকতে হবে। ষড়যন্ত্র রুখে দিতে হবে।
জামায়াতে ইসলামীর সমালোচনা করে রাশেদ খাঁন বলেন, ঢাকা শহরের জন্য ব্যাটারিচালিত অটোরিক্সা একটি বিড়ম্বনা। অটোরিক্সার জন্য যানজটের কারণে ঢাকা এখন বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠেছে। সরকার অটোরিক্সা চলাচলে নীতিমালা করতে যাচ্ছে। ফুটপাত দখলমুক্ত করতে সরকার আন্তরিক ভাবে কাজ করছে। কিন্তু জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল এটা নিয়ে রাজনীতি শুরু করেছেন। জামায়াত অটোরিক্সা চালকদের নেপথ্যে থেকে তাদের আন্দোলনে ইন্ধন যোগাচ্ছে।
এর আগে ঝিনাইদহ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে শারদীয় দুর্গা পূজা নির্বিঘ্নে উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন রাশেদ খান। সভায় জেলা প্রশাসক মো. নোমান হোসেনের সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার মিয়া মোহাম্মদ আশিষ বিন হাছান, জেলা পরিষদ প্রশাসক আব্দুল মজিদ, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সহ সভাপতি মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু, জেলা হিন্দু বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক চন্দন বসু মুক্ত, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস।

হরিণাকুণ্ডুর মন্ডপে মন্ডপে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

আর মাত্র কয়েক দিন বাকি, তারপরই শঙ্খধ্বনি আর ঢাকের তালে মর্ত্যে আগমন ঘটবে দেবী দুর্গার। তাই ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার প্রতিটি পূজা মন্ডপে এখন দম ফেলার ফুরসত নেই মৃৎশিল্পীদের। দিনরাত এক করে তারা প্রতিমায় দিচ্ছেন শেষ তুলির আঁচড়।

সরজমিনে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে গিয়ে দেখা গেছে, মাটির কাজ শেষ। এখন চলছে রঙের খেলা। কেউ ব্যস্ত দেবীর অপরূপ চোখ আঁকতে, কেউবা ব্যস্ত পরনের শাড়িতে নকশা তুলতে। রঙের ছোঁয়ায় প্রাণ ফিরে পাচ্ছে এক একটি প্রতিমা।

প্রবীণ মৃৎশিল্পী নাড়ু গোপাল বলেন, “৩০ বছর ধরে প্রতিমা বানাই। এই সময়টা আমাদের ঈদের মতো। এবার ১০টি প্রতিমার কাজ পেয়েছি। সময়মতো ডেলিভারি দিতে রাতদিন কাজ করে যাচ্ছি।”

উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদ সূত্রে জানা গেছে, এবার উপজেলায় ৩৩টি মন্ডপে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে।

এ বিষয়ে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রদীপ্ত রায় দীপন বলেন, “শারদীয় দুর্গাপূজা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভাবে উদযাপনের জন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি মন্ডপে পুলিশ আনসারসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। কেউ যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে না পারে সেজন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সার্বক্ষণিক মাঠে থাকবে।”

মুজিবনগরে দুর্গাপূজার প্রস্তুতিমূলক সভা

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২৬ শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুরের মুজিবনগরে পূজামণ্ডপগুলোর নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপের সার্বিক নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, ভক্ত ও দর্শনার্থীদের নিরাপদ চলাচল এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

২০২৬ সালে মুজিবনগর উপজেলায় মোট সাতটি পূজামণ্ডপে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। এসব পূজামণ্ডপে শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্ন পরিবেশে পূজা উদযাপন নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

সভায় পূজামণ্ডপগুলোর সার্বিক নিরাপত্তা, স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং পূজা চলাকালে সম্ভাব্য বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

একই সঙ্গে পূজা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সভায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে পারস্পরিক সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে পূজার সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া পূজামণ্ডপ পরিচালনা কমিটি, পূজা উদযাপন পরিষদ, স্বেচ্ছাসেবক, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় জোরদারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সভায় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুপায়ন দেবের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ফয়েজুর রহমান ফয়েজ, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) সেলিম জাহাঙ্গীর, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, উপজেলা জামায়াতের আমির খানজাহান আলী, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মোমিন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আসাদুজ্জামান, মুজিবনগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি মুনসি ওমর ফারুক প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমানসহ উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা, উপজেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্মকর্তা, উপজেলা বিজিবি কমান্ডার, বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সচিব এবং মুজিবনগর উপজেলার সাতটি পূজামণ্ডপের পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা।

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন করতে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, পূজা উদযাপন পরিষদ, মণ্ডপ পরিচালনা কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক এবং সর্বস্তরের জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করা হয়।

মেহেরপুরে দুর্গাপূজার প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়ের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাশেদ হোসাইন, মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক সনজিত পাল বাপ্পি, জেলা জাসাসের আহ্বায়ক বাকী বিল্লাহ প্রমুখ।

সভায় জেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা উপস্থিত ছিলেন। আসন্ন দুর্গোৎসব সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদভাবে পালনের লক্ষ্যে সভায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। একই সঙ্গে পূজামণ্ডপগুলোতে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এবার মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় মোট ৪০টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ১৫টি, মুজিবনগর উপজেলায় ৮টি এবং গাংনী উপজেলায় ১৭টি পূজামণ্ডপ রয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার ১৫টি পূজামণ্ডপ হলো শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, শ্রী শ্রী নায়েববাড়ি রাধামাধব মন্দির, শ্রী শ্রী হরি ভক্তি প্রদয়িনী পূজামন্দির, শ্রী শ্রী বকুলতলা পূজামন্দির, শ্রী শ্রী হরিজন বালক পূজামন্দির, গোভীপুর রায়পাড়া দুর্গাপূজা মণ্ডপ, শ্রী শ্রী দাসপাড়া মন্দির, শ্রী শ্রী রাধামাধব মন্দির, শ্রী শ্রী রাধের শ্যাম মন্দির, শ্রী শ্রী রাম মন্দির, বামনপাড়া সার্বজনীন কালী মন্দির, পিরোজপুর বারোয়ারী দুর্গা মন্দির, পিরোজপুর শ্রী শ্রী কালীমাতা মন্দির, দাসপাড়া শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির ও কালীগাংনী দাসপাড়া কালী মন্দির।

মুজিবনগর উপজেলার ৮টি পূজামণ্ডপ হলো মহাজনপুর সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, বাবুপুর সর্বদলীয় দুর্গা মন্দির, কোমরপুর সার্বজনীন

দুর্গা মন্দির, মোনাখালী পূজামণ্ডপ, রতনপুর দাসপাড়া পূজামণ্ডপ, বল্লভপুর পূজামণ্ডপ, দারিয়াপুর ও খানপুর শ্রী শ্রী কালীমাতা মন্দির এবং বিশ্বনাথপুর শারদীয় দুর্গা মন্দির।

গাংনী উপজেলার ১৭টি পূজামণ্ডপ হলো গাংনী কেন্দ্রীয় মন্দির, চৌগাছা দাসপাড়া কালী মন্দির, গাড়াডোব দাসপাড়া কালী মন্দির, কচইখালী যোগিন্দা দুর্গা মন্দির, চাঁদপুর দাসপাড়া কালী মন্দির, আমতৈল দাসপাড়া কালী মন্দির, যোলটাকা কর্মকারপাড়া দুর্গা মন্দির, যোলটাকা দাসপাড়া কালী মন্দির, মটমুড়া হালদারপাড়া কালী মন্দির, বাউট দাসপাড়া কালী মন্দির, মোহাম্মদপুর দাসপাড়া কালী মন্দির, বেতবাড়িয়া দাসপাড়া কালী মন্দির, বামুন্দী কোলপাড়া কালী মন্দির, ভোমরদা দাসপাড়া কালী মন্দির, ভোলাডাঙ্গা দাসপাড়া কালী মন্দির, রায়পুর দাসপাড়া কালী মন্দির ও গাংনী কেন্দ্রীয় রাম মন্দির।

গাংনীতে সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ, নতুন নাম রবিন ইসলাম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভোলাডাঙ্গা দাসপাড়ায় সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন রঞ্জিত দাসের ছেলে রবিন দাস। ধর্মান্তরের পর তাঁর নতুন নাম রাখা হয়েছে রবিন ইসলাম।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর থেকে তিনি রবিন ইসলাম নামে পরিচিত হচ্ছেন।

এদিকে, নতুন জীবনের পথচলায় রবিন ইসলাম সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন, যেন তিনি সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনা করতে পারেন।